



L'Oréal আর Gillette-এর মাঝের চুল

THE SYSTEM · 11

চুল এমন এক খুঁটিনাটি, যা মানুষ বোঝার ভান করে।

ওরা একে বলে স্বাস্থ্যবিধি, নান্দনিকতা, পরিচয়, সংস্কৃতি, আচার।

আসলে এটা শুধু একটা সীমানা — তুমি যা দেখাও আর যা লুকোও, তার মাঝখানে।

কেউ একে সাঁপে দেয় নাপিতের হাতে, কেউ বিউটিশিয়ানের হাতে, কেউ এমন সব আধুনিক যন্ত্রের হাতে, যারা স্বনির্ভরতা আর নিখুঁততার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু চুল সেখানেই থেকে যায়, একগুঁয়ে, এক জৈবিক স্মারক: সামাজিক জীব হওয়ার আগে তুমি একটা প্রাণী।

তবু এ শত্রু নয়। এ এক অস্বস্তিকর বন্ধু, এক পথের সঙ্গী, যে তোমাকে মনে করিয়ে দেয় তুমি কোথা থেকে এসেছ। এর বিস্তার প্রায় কৈশিক, এর রং তোমার জিনের মানচিত্রের বরাদ্দ করা, আর এর আছে এমন এক গল্প, যা তুমি মুছে ফেলতে পারো না। যারা অ্যালোপেসিয়ায় ভোগে, তারাও এ থেকে বঞ্চিত নয় — তারা শুধু একে হারিয়েছে এমন এক সময়ের জন্য, যার মাপ কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু চুলকে বুঝতে হলে ফিরে যেতে হবে উৎসে — যেখানে তুমি সবসময় ফিরে আসো: আদিম মানুষ।

আমি দৃশ্যটা কল্পনা করি এভাবে, প্রাগৈতিহাসিক এক নোয়ার-ছবির দৃশ্যে। ঘাসের এক দেয়ালের আড়ালে দুটি অবয়ব কথা বলছে। তৃতীয় একজন আসে, আর বুঝতে পারে না কে পুরুষ, কে নারী। মুখ যথেষ্ট নয়। মুখ ধোঁকা দেয়।

তখন নারীটি নিজের পরিচয়ের নিয়তি বদলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সে নদীর কাছে যায়, জলে নিজেকে দেখে, আর দেখতে পায় একটা দাড়ি।

তার এটা পছন্দ হয় না। এটা তাকে প্রকাশ করে না। এটা তাকে আলাদা করে চেনায় না।

সে একটা ধারালো পাথর খুঁজে নেয় আর চুল তুলতে শুরু করে, একবারে একটা করে।

সে আবিষ্কার করে, চুল আবার গজায় ধীরে — আর তাতে তার একটা সুবিধা হয়: আচারটা রোজ রোজ করার দরকার পড়ে না। আর সে আবিষ্কার করে আরও শক্তিশালী কিছু: পুরুষটি তার দিকে অন্যভাবে তাকায়।

পার্থক্য হয়ে ওঠে আকর্ষণ।

পার্থক্য হয়ে ওঠে ভাষা।

সেখান থেকেই জন্ম নেয় চুলের গোটা সংস্কৃতি: প্রথমে প্রতীকী, তারপর সামাজিক, তারপর স্বাস্থ্যগত, তারপর বৈজ্ঞানিক, তারপর মতাদর্শগত।

একেবারে আধুনিক চরমপন্থাগুলো পর্যন্ত: কেউ বলে চুল তোমাকে ব্যাকটেরিয়া থেকে বাঁচায়, তাই রাখতেই হবে; কেউ বলে গ্রহণযোগ্য হতে হলে তুলে ফেলতে হবে; কেউ বলে কাঙ্ক্ষিত হতে হলে তাকে আকার দিতে হবে।

সত্যিটা আরও সহজ: চুল জন্মায়, বাড়ে, বেঁকে যায়... আর যেখানে বাঁকে, সেখানেই মরে যায়।

কিন্তু মূলটা বেঁচে থাকে, একগুঁয়ে, কিছু কিছু ধারণার মতো, যেগুলো ইচ্ছাশক্তি দিয়েও তুমি উপড়ে ফেলতে পারো না।

আর তারপর আছে শেষ নিয়মটা, যা শুধু গল্পকারেরাই জানে:

কখনও মূলকে মাল বানিয়ে না।

তফাতটা সামান্য — শুধু একটা স্বরবর্ণ।

কিন্তু তাতেই সব বদলে যায়।

ফের্দিনান্দো